দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 09 MAY 1998
পৃঃ ২ কলাম ৭

ক্যাম্পাসে ৩ শতাধিক পুলিশ বদলী

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে শিবিরের সাথে ছাত্র লীগ ও পুলিশের ৩ ঘন্টা বন্দুকযুদ্ধ ঃ নিহত ১ আহত ২০

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সঙ্গে পুলিশ ও ছাত্র লীগের এক ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধে ঘটনাস্থলে ১ জন নিহত ও অন্তত ২০ জন আহত হয়েছে। গত বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ৮টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত প্রায় ৩ ঘন্টা এই বন্দুকযুদ্ধ স্থায়ী হয়। নিহতের নাম মোহাম্মদ আইয়ুব আলী (২৫)। সে পটুয়াখালী জেলার মৌকরণ এলাকার বদরপুর গ্রামের হোসেন আলীর পুত্র। ছাত্র লীগ, পুলিশ ও ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ দাবী করেছে নিহত

১১-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে বন্দুকযুদ্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আইয়ুব আলী ভার্সিটির প্রথম বর্ষ অনার্সে ভর্তিচ্ছু ছাত্র। অন্যদিকে ছাত্র শিবির বলছে, সে ছাত্র লীগের বহিরাগত ক্যাডার। আইয়ুব আলী হত্যার জন্য ছাত্র লীগ শিবিরকে দায়ী করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগামী ২১ মে পর্যন্ত সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছেন। কর্তব্যকাজে অবহেলার দায়ে পুলিশের একজন সুবেদারকে বরখাস্তসহ ক্যাম্পাসের ৩ শতাধিক পুলিশকে বদলি করে নতুন পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছে। এ ঘটনায় ৩টি পৃথক মামলা হয়েছে। পুলিশ এ পর্যন্ত শিবিরের ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে। সংঘর্ষের পর পুলিশ পরিত্যক্ত অবস্থায় ২টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৯টি গুলী উদ্ধার করেছে। বর্তমানে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি ভীত-সন্ত্রস্ত, থমথমে। যে কোনো আকস্মিক হামলার আশংকায় ছাত্রছাত্রীরা দলে দলে ক্যাম্পাস ত্যাগ করেছে।

পুলিশ ও ভার্সিটি সূত্র জানায়, বুধবার রাত সাড়ে ৮টায় শাহজালাল ও আমানত হলের পশ্চিম পার্শ্বের পাহাড়ের ওপর হতে আকস্মিকভাবে হল লক্ষ্য করে গুলীবর্ষণ শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে আমানত হলের পেছনে দিক থেকেও হল লক্ষ্য করে গুলীবর্ষণ হয়। হামলাকারীরা আমানত হলের পেছনের কলাপসিবল গেটের তালা ভেঙ্গে হলের ভেতরে প্রবেশ করে হলের বিভিন্ন কক্ষে ভাঙচুর, বেপরোয়া গুলীবর্ষণ করে। ঘটনার প্রাথমিক পর্যায়ে পুলিশ ছিল নীরব দর্শক। হামলার খবর পেয়ে প্রায় ১ ঘন্টা পর পুলিশ সুপার অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স নিয়ে ক্যাম্পাসে পৌছলে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়। এক পর্যায়ে হামলাকারীরা পিছু হটে যায়। আমানত হল থেকে হটে গিয়ে হামলাকারীরা পাহাড়ের ভিতর দিয়ে আবদুর রব হলে গিয়ে পৌছে। সেখানেও পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধ হয়। এভাবে রাত সাড়ে ৮টা থেকে রাত প্রায় সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে পুলিশের সঙ্গে হামলাকারীদের খন্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় বৃষ্টির মত শত শত রাউন্ড গুলী বিনিময় হয়। প্রচন্ড শব্দে পুরো ক্যাম্পাস ও সংলগ্ন এলাকা প্রকম্পিত হয়। ক্যাম্পাসের কয়েক বর্গকিলোমিটার এলাকা রণাঙ্গনে পরিণত হয়। দক্ষিণপাড়া ও উত্তরপাড়ার আবাসিক এলাকা ও লেডিস হলে আতংক ও কান্নাকাটি শুরু হয়। রাত সাড়ে ১১টায় আক্রমণকারীরা আবদুর রব হলের পেছনের দিকে পালিয়ে যায়। পুলিশ রব হলের পেছন থেকে ১টি কাটা রাইফেল, ১টি বন্দুক, ১টি রাইফেল ও ৯ রাউন্ড গুলী উদ্ধার করেছে বলে জানায়।

সংঘর্ষের পর বৃহস্পতিবার সকালে আমানত হলের পেছনের পার্কে আইয়ুব আলীর লাশ পাওয়া যায়। ধারণা করা হচ্ছে, বন্দুকযুদ্ধ চলাকালে সে গুলীবিদ্ধ হয় এবং এ অবস্থায় অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণে তার মৃত্যু ঘটে। পোস্ট মর্টেমের পর পুলিশ নিজ উদ্যোগে লাশ গ্রামের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ ২টি পৃথক মামলা করেছে। ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ একটি এজাহার দায়ের করেছে। পুলিশ মামলা ২টিতে শিবিরের প্রায় ৪০ জন নেতা-কর্মীকে আসামী করেছে। এ পর্যন্ত ক্যাম্পাস থেকে ৩ জন এবং শহর থেকে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। ক্যাম্পাস থেকে গ্রেফতারকৃতরা হল মোজাম্মেল, আমিনুল ইসলাম ও এনামুল কবির। এদিকে ঘটনার সময় কর্তব্য কাজে অবহেলার দায়ে সুবেদার হাবিবুল্লাহকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় বলে পুলিশ জানায়। এছাড়া ক্যাম্পাসের ৩ শতাধিক পুলিশকে বদলি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক জরুরী সভায় আগামী ২১ মে পর্যন্ত সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। তবে কর্তৃপক্ষ ভার্সিটি খোলা থাকবে বলে জানান। এদিকে বাংলাদেশ রেলওয়ে গার্ডস কাউন্সিল জানায়, তারা শাটল ট্রেন চালাবে না। কর্তৃপক্ষ ভার্সিটি খোলা রাখলেও হলসমূহে ছাত্র লীগ ও শিবিরের নির্দিষ্ট কিছুসংখ্যক ছাড়া কোনো ছাত্র-ছাত্রী নেই। ক্যাম্পাস এক প্রকার জনশূন্য। যে কোনো মুহূর্তে আকস্মিক হামলার আশংকায় সবাই ভীতসন্ত্রস্ত।